৩ মার্চ, ২০১৪

বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদা

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

দেশের পূর্বাঞ্চলে বেশ কিছু রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনগ্রসর। এই সব রাজ্য প্রাকৃতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের সম্পদ বণ্টনের ক্ষমতাও সীমিত। এ ধরনের রাজ্যগুলো কেন্দ্রের কাছ থেকে বেশি রাজস্ব ও অনুদান পাওয়ার আশায় বিশেষ মর্যাদার দাবি করে।

বিহার এরকমই বিশেষ মর্যাদার দাবি করে আসছে। বিহার বিভাজন করে ঝাড়খণ্ড গঠনের পর প্রাকৃতিক সম্পদ নতুন রাজ্যের এক্তিয়ারে চলে গেছে। বিহারের এনডিএ সরকার এতদিন ধরে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়ে এসেছে। বিহারের সব রাজনৈতিক দলগুলোও এ বিষয়ে প্রায় সহমত। এই দাবি বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়ে কংগ্রেস গত দু বছর ধরে জেডি(ইউ)কে আঁতাতের টোপ দিয়েছে। ২০১৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন, বিহারকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্র একটি কমিটি গঠন করবে। বিহারের আর্থিক প্রয়োজনের থেকেও এই আশ্বাস ছিল বেশি রাজনৈতিক। ইউপিএ-র উদ্দেশ্য ছিল যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার রাস্তা দেখিয়ে জেডি(ইউ)-কে কাছে টানা। আমি জানি না, জেডি(ইউ)র বিচক্ষণ নেতৃত্ব কীভাবে এই জালে ধরা দিলেন। কাকতালীয় ভাবে বিজেপি-জেডি(ইউ)র ভাঙনের সময়ই বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি সামনে চলে আসে। জেডি(ইউ)র একলা চলার পথে বিহারের কপালে স্পেশাল ক্যাটাগরির স্টেটাস মেলেনি। একই সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার ক্ষেত্রে আরজেডি ও জেডি(ইউ)-র মধ্যে কংগ্রেস তার পুরোনো বন্ধুকেই বেছে নিয়েছে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী কংগ্রেস ও আরজেডির মধ্যে আসন্ন নির্বাচনে আসন সমঝোতা নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। বিশেষ মর্যাদার দাবিতে জেডি(ইউ) রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিশেষ মর্যাদা নিয়ে প্রতারণা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সঙ্গে জেডি(ইউ) জোট বাঁধতে তৎপর হয়েছে।